সংখ্যা-৫

জুলাই,২০১৮

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

উপকূলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রয়াস

সাফল্যের গল্প

মোঃ মোশারফ হোসেন এর বয়স ৭৫ বছর, তার স্ত্রীর বয়স প্রায় ৬৫। নিঝুম দ্বীপ এর বন্দর টিলা ৫ নং ওয়ার্ড এর মুন্সি গ্রামের বাসিন্দা মোশারফ হোসেন ৪ ছেলে-মেয়ের পিতা। ছেলে-মেয়ে সবার ই ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে। অভাবের সংসারে ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ার সুযোগ পায়নি। পরিবারের সদস্যরা মাছের মৌসুমে নদীতে মাছ ধরে, অন্য সময় দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালায়। অভাবের সংসারে সর্বদা সমস্যা লেগেই থাকে।

একসময় ছেলেদের অভাবের সংসারে বাবা মায়ের মুখ ও বাড়তি হয়। বাবা মোশারফ হোসেন এর সাথে ঝগড়ার সুবাদে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। পেটে খাবার নেই মাথা গুজার ঠাই নেই। এক মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকেন মোঃ মোশারফ।

এমন অবস্থায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাসে ৬০০ টাকা করে বয়স্কভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ছাতা, কম্বল ইত্যাদি সামগ্রীও তাকে প্রদান করা হয়। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্মিগণ মোঃ মোশারফ এর ছেলেদের কাউন্সেলিং ও বুঝানোর পর তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের বাবা কে সম্মানের সাথে বাড়ী নিয়ে যান।

সকল ক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নিঝুম দ্বীপ এ কাজ করে চলেছে। প্রবীনদের সহায়তা ও সমাজে তাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সংস্থা সবসময় কাজ করে যাবে।

উজ্জীবিত প্রকল্প শিশুর সুস্থ্য জীবন নিশ্চিত করার প্রয়াসে গর্ভকালীন অবস্থা হতে শিশুর ২ বছর বয়স পর্যন্ত ১০০০ দিনের ধারাবাহিক সেবা প্রদানে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ০-২৩ মাস বয়সের ১,১৩,৩৬০ জন অতি দরিদ্র অতি নাজুক পরিবারের শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪-৫৯ মাস বয়সী ৯২,৩৫৭ জন অতি দরিদ্র অতি নাজুক পরিবারের শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০০০ দিনের মধ্যে জন্মের প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ সঠিকভাবে খাওয়ানো ও চর্চার জন্য সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগন বাড়ি বাড়ি প্রতি দিন সেবা দান করে যাচ্ছেন। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার থানারহাট, মোঃপুর ও হরণী শাখা পরিদর্শনকালে দেখা যায় দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুর সাথে, যারা প্রত্যেকেই প্রথম ৬ মাস শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম সম্পর্কে জানেন এবং সে মতে নিয়ম মেনে চলছেন।

আসুন জেনে নেয়া যাক উজ্জীবিত প্রকল্প কেন জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর কথা বলছে-

- এ দুধের কোন বিকল্প নাই।
- শিশু কোন কিছু অনুসন্ধান করার শিক্ষা এখান থেকেই শুরু করে
- পুষ্টির উপাদানগুলো সুষমভাবে থাকে
- পুষ্টির সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকায় মস্তিষ্ক কোষগুলো শৈশবেই ধারণা পেয়ে যায় ভবিষ্যতে তাকে কিকি এনজাইম তৈরী করতে হবে।
- এটা জীবাণু ধ্বংসকারী গুনসম্পন্ন
- গবেষনায় দেখা গেছে জন্মের প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়া শিশুদের এ্যাজমা, এলার্জি ও হৃদ রোগের প্রবণতা হওয়ার মাত্রা অন্যদের

কুইজ

১. গর্ভবতি মায়ের মহা বিপদ চিহ্ন কয় টি?

২. হাঁস মুরগীর খামারে প্রবেশের পূর্বে কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে?

স্বাস্থ্য কথন

গর্ভবতীর ৫ টি বিপদ চিহ্ন

১. হঠাৎ রক্তপাত শুরু হলে :

প্রসবের সময় ছাড়া গর্ভাবস্থায় যেকোনো সময় রক্তক্ষরণ বা প্রসবের সময় বা প্রসবের পর খুব বেশি রক্তক্ষরণ বা গর্ভফুল না পড়া বিপদের লক্ষণ। তাই এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে কোনো রকম চিন্তা না করে পরিবারের সবারই উচিত গর্ভবতী মাকে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। অন্যথায় তা বাচ্চা এবং মা দু'জনের জীবনেই হুমকি ডেকে আনতে পারে।

২. খিচুনি হলে :

গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পর যেকোনো সময় যদি খিচুনি দেখা দেয় তবে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষায়িত হাসপাতালে গর্ভবতী মাকে ভর্তি করাতে হবে। খিচুনি একলামসিয়ার প্রধান লক্ষণ। তাই দ্রুত পদক্ষেপ ও চিকিৎসায় বাচ্চা এবং মা দু'জনের জীবনকেই রক্ষা করতে পারে। তা না হলে এ রোগে দু'জনই মারা যেতে পারে।

৩. চোখে ঝাপসা দেখা বা তীব্র মাথাব্যথা হলে :

গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পর শরীরে পানি আসা, খুব বেশি মাথাব্যথা বা চোখে ঝাপসা দেখা পাঁচটি প্রধান বিপদ চিহ্নের মধ্যে একটি। তাই এ ব্যাপারে গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। যদিও গর্ভাবস্থায় মায়ের পায়ে সামান্য পানি আসা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। একটু বেশি হাঁটলে এ পানি চলেও যায়। কিন্তু যদি পায়ে অতিরিক্ত পানি আসে এবং অস্বস্তির সৃষ্টি করে ও পা ভারি হয়ে আসে তবে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

৪. ভীষণ জ্বর হলে :

গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর তিন দিনের বেশি জ্বর বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব প্রধান বিপদ চিহ্নের একটি। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় যদি কেঁপে কেঁপে ভীষণ জ্বর আসে এবং প্রসাবের সময় জ্বালাপোড়া হয় তবে তা অনেক সময় মূত্রনালির সংক্রমণের ইঙ্গিত বহন করে। সময় মতো উপযুক্ত চিকিৎসা করলে অল্প সময়ে এ জটিলতা দূর হয়ে যায়।

৫. বিলম্বিত প্রসব হলে :

প্রসবব্যথা যদি ১২ ঘণ্টার বেশি হয় অথবা প্রসবের সময় যদি বাচ্চার মাথা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ বের হয়ে আসে, তবে বাড়িতে প্রসবের চেষ্টা না করে সবারই উচিত গর্ভবতী মাকে

কৃষি বার্তা

বর্ষায় হাঁস মুরগি ও গবাদী পশুর যত্ন ঃ

আর্দ্র আবহাওয়ায় পোলট্রির রোগবালাই বেড়ে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে খামার জীবাণুমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন প্রয়োগ, বায়োসিকিউরিটি বা নিরাপত্তা এসব কাজগুলো সঠিকভাবে করতে হবে।

বায়ো নিরাপত্তার জন্য খামারকর্মীদের জীবাণুমুক্ত জুতা ও এপ্রোন পরে খামারে ঢোকা, কমবয়সী বাচ্চার বেশি যত্ন নেয়া, শেডে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে করা, মুরগির বিষ্ঠা ও মৃত মুরগি খামার থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা, পোলট্রি শেডের ঘরের মেঝে কস্টিক সোডার পানির দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে পরিস্কার করা।আর্দ্র আবহাওয়ায় পোলট্রি ফিডগুলো অনেক সময়ই জমাট বেঁধে যায়।সেজন্য পোলট্রি ফিডগুলো মাঝে মাঝে রোদ দিতে হবে।

বর্ষাকালে হাঁস মুরগিতে আফলাটক্সিন এর প্রকোপ বাড়ে। এতে হাঁস মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য সূর্যমুখীর খৈল, সয়াবিন মিল, মেইজ গ্লুটেন মিল, সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া এসব ব্যবহার করা ভালো।

গবাদি পশুকে পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ দূষিত পানি খাওয়ালে নানা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

ক্ষুরা, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা রোগের প্রতিষেধক দিতে হবে। গোখাদ্যের জন্য রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়ে বা পতিত জায়গায় ডালজাতীয় শস্যের আবাদ করতে হবে। গরু, মহিষ ও ছাগল ভেড়াকে যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় রাখতে হবে।

গর্ভবতী গাভী ও বাছুরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। বাছুরের পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এজন্য নিয়মিত দুধ ও মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানোর পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি খাওয়াতে হবে।

বর্ষায় শাকসবজির যত্নঃ

বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স এমনকি পলিথিন ব্যাগে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিস্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ করা।

লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতা গাছের ১৫ থেকে ২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে।

কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে।গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।গত মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপণের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে। বর্ষায় পানি যেন মাদার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে মাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে।

সূত্রঃ কৃষি অধিদফতর

সমৃদ্ধি সদস্য বিউটি বেগমের বাড়িতে বছর ব্যাপি সবজি চাষ। নলেরচর, চানন্দী ইউনিয়ন। হাতিয়া।

গত ১৪ জুলাই দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কার্যকরি পরিষদ সদস্যবৃন্দ চানন্দী ইউনিয়নে সমৃদ্ধি গ্রাম পরিদর্শন করেন।

চানন্দী ইউনিয়নে প্রথমবারের মত কোন বেসরকারি সংস্থার স্থায়ী শাখা কার্যালয় স্থাপিত হল। সম্পূর্ন নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার চানন্দী শাখা অফিস উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মির্জা তারেক মোহাম্মদ মমতাজুর রহমান।

পুষ্টিবিদ্যা ও এর চর্চা শুরু হোক কিশোরী বয়স থেকেই--- উজ্জীবিত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুষ্টি ফোরাম। এই পুষ্টি ফোরামের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কিশোরিদের স্বাস্থ্য,পুষ্টি কৈশোর কালিন নানা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হয়।

থানার হাট এ কিশোরী ক্লাব এ কিশোরীদের ওজন মাপা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ৮৭৪ টি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী সংগঠন এডাবের ৩৮ তম বার্ষিক সমন্বয় সভায় সংস্থার সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তি যোদ্ধা জনাব মোঃ রফিকুল আলম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ঢাকার এল জি ই ডি ভবনে শতাধিক ডেলিগটদের উপস্থিতিতে ২০১৮-২০২০ সালের এডাব জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয় ।

রেডিও সাগর দ্বীপ

প্রতিনিয়ত সাধারন স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কৈশোর কালিন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন ,

কৃষি ও সামাজিক সচেতনতা মূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে হাতিয়া অঞ্চলের মানুষ কে বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। এ ছাড়া ও আঞ্চলিক ও জাতীয় গুরুত্বপুর্ন সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে সবসময় এই অঞ্চলের পাশে রয়েছে কমিউনিটি রেডিও-রেডিও সাগর দ্বীপ।

"মানসম্পন্ন শিক্ষা হোক সার্বজনীন" এই স্লোগানকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠিত হল দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার বার্ষিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৮। বিগত তিন বছর যাবত দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সদস্য পরিবারের মেধাবী সন্তানদের এই শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ২৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগীতায় ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয় এসএসসি পাশকৃত ৪০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে। সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মাহবুব মোর্শেদ লিটন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ নূর-এ আলম ।

১৩ জুলাই ২০১৮ নোয়াখালীর মাইজদী শহরে শেতাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যবসায়িক ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ণ বিষয়ক কর্মশালা । কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সংস্থার চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষসহ কার্যনির্বাহী পর্ষদ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্ধারিত হল সংস্থার আগামীদিনের রণকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা।

রচনা ও সম্পাদনাঃ নূসরাত হায়দার। রাশেদুল হাসান।

Dwip Unnayan Songstha (DUS).Bangladesh
phone : +88 02 9122145
E-mail: dus.eddus@gmail.com
www.dusbangladesh.org